যুগান্তর

27/8/2002

তারিখ

# ক্যাম্পাসে ফের সহিংসতা

কা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস আবারও অস্থিতিশীল হইয়া উঠিয়াছে। গত শুক্র
নিজ কক্ষে রহস্যজনকভাবে একজন ছাত্রনেতার নিহত হইবার ঘটনাকে
করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বী দুইটি ছাত্র সংগঠনের কর্মীদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়াইয়া প
ঘটনার দায়দায়িত্ব ছাত্রদলের ওপর চাপাইয়া দিয়া কয়েকটি ছাত্রা
র কর্মীদের অনেকগুলি কক্ষ ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ করে এবং বেশ কয়েকজ
ন হইতে বিতাড়ন করে। অপরদিকে কর্মী-সমর্থকদের ওপর হামলায়
ক্যাম্পাসে ফের অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট আহ্বান করিয়াছে। একটানা
র্মঘটের পর ক্লাস চালু হইতে না হইতেই এই সংঘাতময় পরিস্থিতি সৃষ্টি স
ক্ষত। শিক্ষাজীবনে ইহার বিরূপ প্রতিক্রিয়া আরও বহুদিন অনুভূত হ
। তত্ত্বাবধায়ক সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর ছাত্রদল বিভিন্ন ছাত্রাবাস হ
ত তাহাদের নেতাকর্মীদের পুনর্বাসনের দাবিতে অবিরাম ধর্মঘট আহ্বান ক
য়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমঝোতার ভিত্তিতে তাহাদের অনেকেই ছাত্রাবাসগুলি
ায়। ক্লাস ও পরীক্ষাসমূহ আবার যথারীতি অনুষ্ঠিত হইবে, এই প্রত্যাশা
হলে। এমনকি সাপ্তাহিক ছুটির দিনেও ক্লাস চালু রাখা ও পরীক্ষা গ্রহ
দেখা দিয়াছিল। কিন্তু শুক্রবারের দুঃখজনক ঘটনা সকল কিছু ওলটপ
য়াছে। জিয়াউর রহমান হলে ছাত্রলীগ নেতা আজাদের গুলিতে মৃত্যুর ঘট
বা কাহারা দায়ী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বা
য়ে নিশ্চিত হইবার পূর্বেই ছাত্রলীগের কিছু ক্যাডার ছাত্রদলের কর্মীদের উ
লায়। হলগুলিতে এই সময়ে পুলিশ মোতায়েন থাকিলেও তাহাদের
না থাকা খুবই দুঃখজনক। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও ইহার দায়-দা
পারিবে না। মাত্র কয়েকদিন পূর্বেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি হ
ক্ষে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং শিক্ষকবৃন্দ যৌথভাবে অস্ত্র উদ্ধা
াশি চালাইয়া ক্যাম্পাসকে অস্ত্রমুক্ত ঘোষণা করেন। কিন্তু বাস্তবে ক্যাম্
হয় নাই। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সহিংসতার জন্য দায়ীদের বিরুদ্ধে ক
ক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে, ইহাই আমাদের দাবি।

কদিনে অন্তত অর্ধশত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সহিংস ঘটনা ঘটিয়াছে। ১৩ আ
ত্র সংগঠনের মধ্যে বন্দুকযুদ্ধের পর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের
ণা এবং ছাত্রছাত্রীদের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে হলত্যাগে বাধ্য করা হয়। ক্যাম্প
বিস্তারের জন্য ছাত্র সংগঠনগুলির এই ধরনের মনোভাব সম্পূর্ণ অনাকাঙ্ক্ষ
দেশের ছাত্র আন্দোলনের ঐতিহ্যের সঙ্গেও এটা সম্পূর্ণ বেমানান। শিক্ষা
ভাবিক পরিবেশ বজায় রাখা এবং শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করি
এখন নিছকই বুলিতে পরিণত হইয়াছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একটানা ধর্মঘ
বন্ধ থাকিলে কিংবা ছাত্রছাত্রীরা ছাত্রাবাসে থাকিতে না পারিলে শিক্ষাজীব
ক্ষতি হয় ইহা লইয়া দুর্ভাবনার পরিবর্তে রাজনৈতিক দলের স্বার্থকেই প্রাধ
যেই ধারা চলিতেছে, উহার অবসান সুস্থ ছাত্র আন্দোলনের জন্য অপরিহা
ন যেন অস্ত্রের ঝনঝনানি বন্ধ হয়। লেখাপড়া করিতে আসিয়া আর কেহ
া না ফেরে। এই ক্ষেত্রে সকল ছাত্র সংগঠনের যেমনি দায়িত্ব রহিয়াছে, তে
পৃষ্ঠপোষক রাজনৈতিক দলগুলিও ইহা উপেক্ষা করিতে পারে না।